দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 MAY 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 6

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

044

ভার্সিটি কর্তৃপক্ষের থামখেয়ালী ঃ কার শাস্তি কে পায় ?

একটি ব্যাপার নিয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। সেই বিষয়ে কর্তৃপক্ষ-সহ গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গদের সাথে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। ভুক্তভোগীরা আকুল আবেদন জানিয়েছে। তবু ছ'মাসে এ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের কোন প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। আর মাত্র ক'দিন পর এর ফলাফল প্রকাশিত হবে। তারপরও তাঁরা নীরব হয়ে আছেন। একেবারে পাথর !!

১৯৮৮ সালের ডিগ্রী পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তিনটি কেন্দ্রের পরীক্ষাসহ কেন্দ্র বাতিল করেন। ফলে কতিপয় দুর্নীতিবাজ ছাত্রের জন্য এখন কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী একেবারে পাইকারী হারে শাস্তি পেতে যাচ্ছে যা, কখনোই আইনসম্মত নয়। কারণ, আইন অনুযায়ী কেবল অপরাধীরাই শাস্তি পাবে। সেখানে নিরপরাধীদেরকেও এই নির্মম শাস্তির তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের মত একটি দরিদ্র দেশে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভাগ্য এখন অন্ধকারে নিমজ্জিত। হয়ত এদের অনেকের পক্ষেই আর পরীক্ষা দেয়া সম্ভব হবে না। কারণ, অর্থনৈতিক সমস্যা, মানসিক কষ্ট, সময় নষ্ট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি এদেরকে আরো বিপর্যস্ত করে দিবে। আমি একজন অভিভাবক হিসেবে খুবই মর্মাহত এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। আশা করি, কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সুবিবেচনার সাথে দেখবেন এবং শর্তসাপেক্ষে এদের ফলাফল প্রকাশ করবেন।

চৌধুরী আবুল কাশেম,
ষ্টেশন রোড,
জামালপুর।